ইউনিট ৬

উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষক, তাঁর কর্তব্য, নিয়োগ বিধি ও তাঁদের পেশাগত মানোন্নয়ন

[Teachers in higher education, their duties, recruitment and professional development]

ভূমিকা

'No system of Education is better than its teachers' শিক্ষা বিষয়ক প্রতিটি কমিটি ও কমিশনে শিক্ষক, তাঁর কর্তব্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা থাকে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে দীর্ঘ অধ্যায় যুক্ত হয়। শিক্ষকের নিকট দেশ ও জাতি ন্যায়সঙ্গতভাবে কি আশা করতে পারে, এই প্রত্যাশাসমূহ কতটুকু পূর্ণ হয়েছে বা হচ্ছে এবং অপূর্ণ প্রত্যাশাসমূহ অর্জন করবার উদ্দেশ্যে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়, তা অবশ্যই চিন্তা করার বিষয়। অধ্যয়ন ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করা, অনুসন্ধান এবং সমালোচনা প্রবৃত্তি জাগিয়ে তোলা এবং তাদের মধ্যে শ্রমশীলতা, ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের অভ্যাস বিকাশ করাই শিক্ষকের প্রাথমিক কাজ। কেবলমাত্র নিজস্ব দৃষ্টান্তের মাধ্যমে শিক্ষক তা করতে পারেন এবং শিক্ষার্থীরা কিভাবে সময় অতিবাহিত করে তা শিক্ষকের নিজের সময় যাপনের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে।

'উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষক তাঁর কর্তব্য, নিয়োগ বিধি ও তাঁদের পেশাগত মানোন্নয়ন' শীর্ষক ইউনিটকে নিম্নোক্ত চারটি পাঠে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ ৬.১ : তৃতীয় বিশ্বের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষকদের বর্তমান অবস্থা

পাঠ ৬.২ : শিক্ষকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

পাঠ ৬.৩ : শিক্ষকদের নির্বাচন, নিযুক্তি, পদোন্নতি ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি

পাঠ ৬.৪ : শিক্ষকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সচেতনতা এবং তাদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ও উচ্চ শিক্ষা উন্নয়নের কিছু সুপারিশ

পাঠ ৬.১ তৃতীয় বিশ্বের উচ্চ শিক্ষার শিক্ষকদের বর্তমান অবস্থা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- ❑ তৃতীয় বিশ্বের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষকদের বর্তমান অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে পারবেন এবং
- ❑ বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার উপর আলোকপাত করতে পারবেন।

উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষকদের যোগ্যতা

প্রথমত: তৃতীয় বিশ্বের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, সামর্থ্য একরকম নয়। তাছাড়া তাঁদের নেতৃত্বের গুণাবলীর ভিন্নতাও পরিলক্ষিত হয়। উচ্চ শিক্ষার শিক্ষকদের আরো শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের সঙ্গে তাঁদের আরো বহুবিধ কাজ করতে হয়। শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করা, নির্দেশনা দেওয়া, দেশ ও সমাজের দায়িত্ব গ্রহণে প্রস্তুত করা, তাদের মূল্যায়ন করা, তাদের পাঠ শেখার ক্ষেত্রে সহায়তা দেওয়া, সৃজনশীল শক্তির বিকাশ ঘটানো এবং তাদের পূর্ণ সহযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের ও গ্রহণের পরিচ্ছন্ন পরিবেশ সৃষ্টি করা। সত্যিকার অর্থে শিক্ষকের জ্ঞান, দক্ষতা, যোগ্যতা ও গুণাবলীর উপরই উপর্যুক্ত কর্ম সম্পাদন নির্ভর করে।

পাঠদানের মান

দ্বিতীয়ত: বেশ কিছু সংখ্যক শিক্ষক আছেন, তাঁরা বক্তৃতার মাধ্যমে শিক্ষাদান করেন এবং শিক্ষার্থীদেরকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য তৈরির মনোভাব নিয়ে শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করেন। তাঁদের কোন সৃজনশীলতা, নমনীয়তা, পাঠদানের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে তেমন কোন জ্ঞানের অধিকারী বলেও অনুমিত হয় না। তাছাড়া তাঁরা কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে যেতে চান না, কোন প্রশ্নের উত্তরও দিতে চান না, শিক্ষোপকরণ ব্যবহারেও তেমন উৎসাহী হন না। উপরন্তু তাঁরা তাঁদের বক্তৃতাও খুব একটা গুছানো হয় না। কেবলমাত্র বক্তৃতা করা বা পাঠদান করা শিক্ষকদের জন্য তত গুরুত্বপুর্ণ নয়, বরং তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো, শিক্ষক কি পড়াচ্ছেন, কিভাবে পড়াচ্ছেন, এই পাঠদানের উদ্দেশ্যই বা কি? শিক্ষাদান কেবলমাত্র জ্ঞান দান করা নয়, বরং শিক্ষককেও জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। শিখন-শেখানো কার্যাবলিতে শিক্ষক সম্প্রদায় সরাসরি প্রয়োজনীয় ও যথাযথ ভূমিকা পালন না করার দরুণই শিক্ষার্থীরা বেশিরভাগ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হচ্ছে, পড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে এবং তাদের শিক্ষাবর্ষ বা শিক্ষার মেয়াদ দীর্ঘায়িত হচ্ছে।

তৃতীয়ত: বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোতে শিক্ষার্থীর তুলনায় শিক্ষকের সংখ্যা নেহাৎই কম। এই কলেজগুলোতে এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার্থীর সংখ্যা আশাতীতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু সে তুলনায় শিক্ষকের পদ সংখ্যা প্রায় একই রয়ে গেছে। ফলে শিক্ষককে অনেক বড় ক্লাসে পাঠদান করতে হয়, ফলে একতরফা বক্তৃতা দেওয়া ছাড়া শিক্ষকের কোন গত্যন্তর থাকে না। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শিক্ষকের কোন যোগসূত্র স্থাপিত হয় না অর্থাৎ কোন 'ইনটারএকশন' বা মিথস্ক্রিয়া হয় না। একথা অবশ্যই স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে শিক্ষাদান কৌশলের মধ্যে শিক্ষক শিক্ষার্থীর সম্পর্ক অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই মিথস্ক্রিয়ার অভাবে শিক্ষার্থী শিক্ষকের সংস্পর্শে আসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সম্ভবত এই জন্য শিক্ষকের প্রতি শিক্ষার্থীর শ্রদ্ধা দিনে দিনে কমে যাচ্ছে, শিক্ষকরা তাঁদের শিক্ষার্থীদের কাছ

পাঠদান পদ্ধতি

থেকে তাঁদের ন্যায্য সম্মান টুকু পাচ্ছে না। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মস্তিষ্কে কিছু নিষ্ক্রিয় জ্ঞান প্রবেশ করাচ্ছে, যাকে কোনক্রমেই শিক্ষা বলা যায় না। এই মিথস্ক্রিয়ার অভাবে শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকেও তাঁদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা, পাঠদানের ত্রুটি, শিক্ষার্থীর দুর্বলতা ইত্যাদি সম্পর্কে কারও বোঝা পড়া হচ্ছে না।

স্নাতক কোর্সের জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীর মিথস্ক্রিয়া অতি প্রয়োজন। শিক্ষার্থীকে পাঠদান করতে হলে তাদের অবশ্যই ঘনিষ্ঠভাবে শিক্ষককে জানতে হবে। তাদের মনমানসিকতা, বিষয়ের জ্ঞান ও দক্ষতা, দুর্বলতা, তাদের আগ্রহ, সামর্থ, প্রবণতা, তাদের অন্য কোন সমস্যা থাকলে শিক্ষককে অবশ্যই তা অবহিত হতে হবে। গ্রন্থাগারে পড়াশুনা, সেমিনার, গবেষণা, ব্যবহারিক কাজ, টিউটোরিয়াল ইত্যাদির মাধ্যমে এই মিথস্ক্রিয়ার যথাযথ ব্যবহার ও প্রয়োগ করা যেতে পারে।

শিক্ষকের স্বল্পতা

চতুর্থত: শিক্ষার প্রায় প্রতিটি স্তরে শিক্ষক স্বল্পতা বিদ্যমান। কোন কোন ক্ষেত্রে যথেষ্ট বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকের পদ সৃষ্টি হয় না। কোথাও পদ সৃষ্টি হলেও বছরের পর বছর অনেক পদ শূন্য পড়ে থাকে। শহরের বাইরে অবস্থিত কলেজে এমনকি শহরের অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রী প্রদানকারী কলেজগুলোতে শত শত সরকারি কলেজে শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। অনেকে নিয়োগপত্র পেয়েও ডেপুটেশনে বা বদলিজনিত কারণে বড় বড় নগরীতে বিশেষ করে ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রামের বিভিন্ন অফিসে বা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোতে ভিড় জমাচ্ছেন। তাছাড়া সরকারি কলেজের শিক্ষকের পদপূরণে যথেষ্ট দীর্ঘসূত্রিতা লক্ষ্য করা যায়। কারণ এই পদগুলো পূরণের জন্য বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের সুপারিশের প্রয়োজন হয়। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে বেসরকারি কলেজগুলো ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকলেও, বেসরকারি কলেজগুলোতে আর্থিক সংকটের দরুণ সেখানে সকল পদ পূরণ করা সম্ভব হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রায় ৯০ শতাংশ শিক্ষকের পদ পূরণ থাকলেও অনেকে সাময়িক চাকুরি নিয়ে বা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য বিদেশে অবস্থান করেন এবং কেউ কেউ সেখানে বছরের পর বছর ধরে অবস্থান করেন। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষকের অভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক কার্যক্রম দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

গবেষণা কাজের পশ্চাদপরতা

পঞ্চমত: আমাদের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে গবেষণা কার্যকলাপের তুলনামূলক অভাব অত্যন্ত পীড়াদায়ক। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে গবেষণা সমস্যা কিছুটা ভিন্ন ধরনের। কলেজ পর্যায়ে শিক্ষকের তৎপরতা, গুণগতমান ও শিক্ষাদানের দক্ষতা ও শক্তি বৃদ্ধির জন্যই গবেষণার প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অবশ্য গবেষণার গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। কেননা সেখানে গবেষণা ব্যতীত জ্ঞানের সত্যিকার প্রসার সম্ভব নয়। গবেষণা সম্পর্কে কলেজ শিক্ষকদের ধারণা অত্যন্ত সীমিত। অনার্স ও মাস্টার্স কোর্সের শিক্ষাক্রমে গবেষণা সম্পর্কে সামান্য কিছু ব্যবস্থা থাকলেও যোগ্য ও অভিজ্ঞ শিক্ষকের অভাবে সীমিত ভাবেই বাস্তবায়িত হচ্ছে। কাজেই তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে এই গবেষণা বিষয়টি সীমিত পর্যায়ে রয়ে গেছে।

টিউটোরিয়াল পদ্ধতি

ষষ্ঠত: পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষকদের সময়ের একটি বৃহৎ অংশ টিউটোরিয়াল কাজে ব্যয় করে থাকেন। কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজসমূহে এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। কেননা এ কাজের পদ্ধতি ও উদ্দেশ্যসমূহ পুরোপুরিভাবে অনুধাবন করা হয় না। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষাদান ক্ষেত্রে টিউটোরিয়ালকে একটি মৌলিক বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা বাঞ্ছনীয়। টিউটোরিয়াল বলতে সাধারণত একজন শিক্ষক ও একটি ক্ষুদ্র ছাত্রদলের সাপ্তাহিক সম্মেলনকে বোঝায়। টিউটোরিয়াল শিক্ষকের বক্তৃতা প্রদান বা ঘরোয়া আলাপ আলোচনা নয়, বরং এটি শিক্ষকের পক্ষে তাঁর ছাত্রছাত্রীদিগকে জানবার এক সুবর্ণ

সুযোগ। এই টিউটোরিয়াল প্রথা হলো ছাত্রছাত্রীদের সুপ্ত শক্তিসমূহ আবিষ্কার করার, আলোচনার সাহায্যে সেই শক্তি উজ্জীবিত করার, তারা যা অধ্যয়ন করেছে তা মূল্যায়ন করার এবং তাদের অধ্যয়নের ব্যাপারে প্রত্যেককে পৃথকভাবে উপদেশ প্রদান করার অতিরিক্ত উপায়। টিউটোরিয়ালের সাহায্যে একটি শিক্ষার্থী যাতে মত বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে তার ধারণাকে সুস্পষ্ট করে তুলতে পারে এবং নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও আকর্ষণ নিয়ে অধ্যয়নে মনোনিবেশ করতে পারে সে ব্যবস্থা করা উচিত। টিউটোরিয়ালের আরও একটি সুবিধা হলো শিক্ষার্থী শিক্ষকের খুব কাছে আসার সুযোগ পায়, তাতে করে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে ব্যক্তিগতভাবে জানার এবং তাকে যথাযথ নির্দেশ দানের সুবিধা লাভ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬.১

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১। উচ্চ শিক্ষা স্তরে কোন পাঠদান পদ্ধতিটি বেশি কার্যকরী বলে আপনি মনে করেন?

(ক) বক্তৃতা পদ্ধতি
(খ) প্রদর্শন পদ্ধতি
(গ) টিউটোরিয়াল পদ্ধতি
(ঘ) আলোচনা পদ্ধতি

২। তৃতীয় বিশ্বের উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে কোন বিষয়টি বেশি অবহেলিত?

(ক) শ্রেণীকক্ষে শিক্ষোপকরণসহ পাঠদান
(খ) গবেষণা কার্যক্রম
(গ) সুসজ্জিত গবেষণাগার
(ঘ) গ্রন্থাগারের সুযোগ সুবিধা

৩। বেসরকারি কলেজগুলোতে শিক্ষক নিয়োগের প্রধান অন্তরায় কোনটি?

(ক) সরকারের অনুমোদন না পাওয়া
(খ) নির্বাচন কমিটির সুপারিশের পক্ষপাতিত্ব
(গ) বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের সুপারিশের অভাব
(ঘ) আর্থিক সংকট

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. উচ্চ শিক্ষা স্তরে শিক্ষকের কর্তব্যের চারটি খাত কি - উল্লেখ করুন।
২. উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে টিউটোরিয়াল পদ্ধতি - ব্যাখ্যা করুন।
৩. তৃতীয় বিশ্বে উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে গবেষণা কার্যক্রম এত অবহেলিত কেন ? কারণ উল্লেখ করুন।

ই) রচনামূলক প্রশ্ন

১. তৃতীয় বিশ্বে উচ্চ শিক্ষার বর্তমান অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

সঠিক উত্তর : অ) ১। গ ২। খ ৩। ঘ।

পাঠ ৬.২ শিক্ষকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- ❑ নিষ্ক্রিয় জ্ঞান-এর সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- ❑ উচ্চতর শিক্ষায় শিক্ষকের স্বাধীনতা বলতে কি বোঝায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- ❑ উচ্চ শিক্ষা স্তরে শিক্ষকদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে পারবেন।

শিক্ষকের নির্দিষ্ট কর্তব্যসমূহকে চারটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

(ক) শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের প্রস্তুতিসহ ব্যক্তিগত অধ্যয়ন;

(খ) শিক্ষাদান (বক্তৃতা, ল্যাবরেটরিতে প্রদর্শনীর সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া ও টিউটোরিয়ালসমূহ)

(গ) গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;

(ঘ) শিক্ষার্থীগণকে নির্দেশ প্রদান ও তাদের নির্ধারিত সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলির তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সংস্পর্শ স্থাপন।

(ক) শিক্ষাদান

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে একজন শিক্ষক মনে করেন যে, শ্রেণীকক্ষে বক্তৃতা দেওয়াই তাঁর মূল কাজ। শিক্ষার্থীরা বুঝুক আর না বুঝুক, বক্তৃতা অনুসরণ করতে পারুক বা না পারুক, তাদের আগ্রহ থাক বা না থাক সেদিকে লক্ষ্য রাখেন না। শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে গিয়ে একতরফাভাবে কিছু কথাবার্তা বলে তাঁর দায়িত্ব শেষ করে থাকেন। তিনি বক্তৃতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের যা দিতে চান তা হলো শিক্ষার্থীদের মস্তিষ্কে কিছু নিষ্ক্রিয় জ্ঞান প্রবেশ করানো ছাড়া আর কিছুই নয়। শিক্ষায় নিষ্ক্রিয় জ্ঞান কেবল অকার্যকরই নয় বরং ক্ষতিকারক। নিষ্ক্রিয় ধারণা সম্পর্কে A. N. Whitehead বলেছেন,

> **'Inert ideas'** (নিষ্ক্রিয় জ্ঞান) that is to say, ideas that are merely received into the mind without being utilised, or tested or thrown into fresh combinations' .... let the main ideas which are introduced into a child's education be few and important, and let them be thrown into every combination possible".

কাজেই শ্রেণীকক্ষে কেবলমাত্র একতরফা বক্তৃতা করেই শিক্ষকদের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। জ্ঞান, জ্ঞানের উপলব্ধি ও বোধগম্যতা, জ্ঞানের প্রয়োগ, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ, মূল্যায়ন ইত্যাদি কোন কিছুই বক্তৃতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয় না। প্রদর্শন পদ্ধতি অনুসরণ করলে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান আহরণ এবং তা প্রয়োগের পথ অনেকটা সুগম হতে পারে।

মুষ্টিমেয় কয়েকজন আত্ম-উৎসর্গীকৃত শিক্ষক ছাড়া অন্য সকল শিক্ষকই তাদের নিজেদের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য অথবা তাদের বিষয়ের সর্বশেষ উন্নয়ন সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য খুব অল্পসময়ই ব্যয় করে থাকেন। প্রতিটি শিক্ষক নিজের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য দৈনিক অন্তত দুই তিন ঘন্টা তাঁর ব্যক্তিগত পাঠাগারে পড়াশোনায় ব্যয় করতে পারেন।

(খ) গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা

উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষকদের গবেষণা কার্যক্রমে পশ্চাদপরতা উচ্চ শিক্ষার একটি দুর্বল দিক বলে বিবেচনা করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কিছুটা উন্নত এবং গবেষণা কার্যক্রমে তাঁদের পারদর্শিতা রয়েছে বিধায় গবেষণা কার্যক্রমে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিভিন্ন বিভাগে সীমিত পরিসরে গবেষণা কার্যক্রমের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। যদিও মাস্টার্স পর্বে কিছুটা এবং এম ফিল ও পি এইচ ডি কোর্সে উচ্চমানের গবেষণা পরিচালিত হয়। কিন্তু সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলো অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স প্রদান করলেও সেখানে গবেষণা কার্যক্রমের পরিসর অত্যন্ত সীমিত। সেখানে গবেষণার ক্ষেত্রে পারদর্শী ও অভিজ্ঞ শিক্ষক না থাকায় উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে গবেষণা কার্যক্রমে দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। শিক্ষাক্রমে ফলিত গবেষণার কিছু ব্যবস্থা থাকলেও বাস্তবে এর কোন প্রতিফলন ঘটছে বলে মনে হয় না।

পেশাগত কলেজগুলোতেও গবেষণার সুযোগ অত্যন্ত সীমিত

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রায় পঞ্চাশটির বেশি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ আছে, তার মধ্যে ছয়টিতে এমএড কোর্সও প্রদান করা হয়। বিএড এবং এমএড উভয় কোর্সে শিক্ষা গবেষণাকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে স্থান দেওয়া হয়েছে। সেখানে এম এড এবং বিএড-এ খুবই অল্পসংখ্যক শিক্ষার্থী এই বিষয়টি নৈর্বাচনিক ও ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে অধ্যয়ন করে থাকেন। তাছাড়া এই গুটি কতক শিক্ষার্থীর গবেষণাপত্রের সুপারভাইজারের অভাব রয়েছে। গবেষণাপত্র নির্দেশনার জন্য অনেককে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের শরণাপন্ন হতে হয়। যদিও শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের অনেক শিক্ষকই বিএড এবং এমএড উভয় ডিগ্রীর অধিকারী। কাজেই দেখা যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে অধিকাংশ অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রী প্রদানকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোতে গবেষণা করার বা গবেষণা পাঠদানের সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। ফলে পুঞ্জীভূতভাবে এই গবেষণা কার্যক্রমের পশ্চাদপদতা দিনে দিনে বেড়েই চলেছে।

(গ) ক্লাসে শিক্ষাদানের প্রস্তুতিসহ ব্যক্তিগত অধ্যয়ন

সাধারণভাবে একটি অভিযোগ রয়েছে যে, উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকেরা নিয়মিত ক্লাস নেন না। কোন প্রস্তুতি ছাড়াই পাঠদান করেন। তাঁরা দায়সারাভাবে কোনরকমে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। তাঁদের ক্লাসে পাঠদান যে কেবলমাত্র দায়সারা তাই নয় বরং তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা (বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোতে), দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা নানা প্রশ্নের সম্মুখীন। তাছাড়া তাঁদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য তাঁদের যে নিয়মিত অধ্যয়ন করার প্রয়োজন আছে, সেটা অনুভবও করেন না এবং অনুভব করলেও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সে সুযোগ সুবিধাও নেই। তাঁদের পড়ার মত তেমন কোন শিখন-সামগ্রী সে সব প্রতিষ্ঠানে নেই।

শিক্ষকদের ব্যক্তিগত অধ্যয়ন ও সুযোগ সুবিধা

শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের জন্য শিক্ষকের যে প্রস্তুতির প্রয়োজন শিক্ষক তা বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজ ভবনেই করতে পারেন, যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সে ব্যবস্থা থাকে। এর ফলে শিক্ষার্থীগণ দীর্ঘতর সময়ের জন্য তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ে বা কলেজে পাবে এবং শিক্ষকগণও গৃহের নানা ঝামেলা হতে দূরে থেকে মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করতে পারবেন। এজন্য প্রতিটি শিক্ষকের নিজের

ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য একটি ক্ষুদ্র ও নাতিসজ্জিত কক্ষ থাকা প্রয়োজন। তাছাড়া শিক্ষকের একটি ব্যক্তিগত পাঠাগার প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয় অথবা কলেজ ভবনে লাইব্রেরি না থাকলে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকগণের সময়ের সদ্ব্যবহার সম্ভব হয় না। ক্যানটিনের ব্যবস্থা থাকাও বাঞ্ছনীয়। সেখানে শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়েই কিছু হাল্কা নাস্তা খেতে পারেন এবং সমস্ত দিন ধরে কাজ করতে পারেন। বার বার বাসায় যাতায়াত করলে সময় ও অর্থ উভয়েরই অপচয় হয় এবং শিক্ষক তাঁর প্রস্তুতির জন্য যথেষ্ট সময় পান না।

(ঘ) শিক্ষার্থীগণকে ব্যক্তিগতভাবে নির্দেশ প্রদান এবং তাদের নির্ধারিত সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির তত্ত্বাবধান

কেবলমাত্র শ্রেণীকক্ষে পাঠদান করলেই শিক্ষকের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষকের দায়িত্ব অপরিসীম। উচ্চ শিক্ষার শিক্ষাক্রমে কেবলমাত্র কয়েকটি বিষয়ের বিষয়বস্তুর বিন্যাস থাকলেও একজন শিক্ষার্থীকে পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হলে তাদের আরও অনেক সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলিতে অংশগ্রহণ তাদের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার জন্য অপরিহার্য। নৃত্য, সঙ্গীত, নাট্যকলা, বিতর্ক, চিত্রাঙ্কন, সেমিনার, সম্মেলন, ক্রীড়ানুষ্ঠান, শিক্ষামূলক ভ্রমণ ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ তাদের শিক্ষার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। শিক্ষককে এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা প্রয়োজন। তাদের এইসব কার্যকলাপ যথাযথভাবে তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করা জরুরি এবং এর থেকে শিক্ষার্থীদের মেধার, ব্যক্তিত্বের, নেতৃত্বের, সামাজিক গুণাবলির, আন্তরিকতার, সহপাঠীদের সঙ্গে সমঝোতা ও সহানুভূতি ইত্যাদির মূল্যায়ন করা সহজ হয়।

পরীক্ষা গ্রহণের পর যথাশীঘ্র ফল প্রকাশ করা প্রয়োজন

উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো দীর্ঘ ছুটি ভোগ করার ফলে এদের স্বাভাবিক কাজকর্ম দারুণভাবে ব্যাহত হয়। স্বাভাবিক ছুটি ছাড়াও প্রতিটি পরীক্ষার পূর্বে এক বা দুই মাসের জন্য ক্লাস বন্ধ থাকা যেন এক সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া পরীক্ষা এবং এর ফলাফল প্রকাশনার মধ্যে প্রায় দুই মাসের জন্য ক্লাস বন্ধ থাকে। প্রখ্যাত ব্যক্তিদের কলেজ পরিদর্শন, ক্রীড়ানুষ্ঠান, বার্ষিক নাটক এবং অন্যান্য বিশেষ ঘটনার জন্য আরও অনেক উপস্থিত ছুটির ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া হরতাল, ধর্মঘট ও অনেক আকস্মিক ছুটিত লেগেই আছে। আরও গুরুতর ব্যাপার হল এই যে, মাঝে মাঝে সময়নিষ্ঠ না হবার এবং প্রায়শ: ক্লাসসমূহে অনুপস্থিত থাকার একটি ক্রমবর্ধমান প্রবণতা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের মধ্যে রয়েছে।

শিক্ষকের স্বাধীনতা বলতে কি বোঝায়

উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষকের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করা কোনক্রমেই উচিত নয়। তবে শিক্ষার দায়িত্ব পালনের আদর্শের প্রতি জোর দিলেই সর্বোত্তমভাবে শিক্ষাগত স্বাধীনতা সংরক্ষিত হতে পারে। শিক্ষককে শিক্ষাদান করতে হয়, ব্যাখ্যা দান করতে হয়, শিক্ষককে অধ্যয়ন পর্যালোচনা ও গবেষণা করতে হয়। শিক্ষককে জ্ঞানের অন্তিম সীমা পর্যন্ত জ্ঞান অনুসন্ধান করে ফিরতে হয়। এই কার্যে তাঁকে অবশ্যই প্রেরণা দান করতে হবে, বাধা দিলে চলবে না। শিক্ষাগত স্বাধীনতা শিক্ষককে ঊর্ধ্বতনদের অবিমৃশ্যকারিতা এবং সমাজের খেয়ালিপনার বিরুদ্ধে সংরক্ষণ প্রদান করে। নিজের সাম্রাজ্য নিজের অনুভূতি অনুসারে সত্য ঘোষণা করার অধিকার শিক্ষকের রয়েছে এবং নতুন নতুন সত্য ও অনুভূতি অন্বেষণ করার অধিকারও তাঁদের রয়েছে।

শিক্ষকের স্বাধীনতা ও বাধ্যবাধকতা

শিক্ষাগত স্বাধীনতার অর্থ কখনই এটি নয় যে শিক্ষক তাঁর খুশিমত সবকিছুই করতে পারেন। শিক্ষক কাজ করার ব্যাপারে স্বাধীন, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, তিনি কর্ম হতে অব্যাহতি পেতে পারেন। স্বাধীনতা কোনক্রমেই তাঁকে পাঠদান পরিহার করার, সহকর্মীদের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদের, শিক্ষার্থীদের মধ্যে আন্দোলন সৃষ্টি করার, বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনসম্মত কর্তৃপক্ষের হেয় করার অথবা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সদস্য হিসেবে যে সামাজিক ও প্রশাসনিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে, তা অবমাননা করার অধিকার দান করে না। এইসব কার্যাবলি কোনক্রমেই ন্যায়সঙ্গত শিক্ষাগত তৎপরতা হিসেবে পরিগণিত হতে পারে না; প্রকৃতপক্ষে এগুলো শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে নেতিবাচকতার নামান্তর।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬.২

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১। নিষ্ক্রিয় জ্ঞানের ধারণাটি কে দিয়েছেন?

(ক) রুশো
(খ) জনডিউই
(গ) হোয়াইট হেড
(ঘ) মন্টেসরী

২। কোন পদ্ধতিতে পাঠদান করলে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান আহরণ ও প্রয়োগের পথ সুগম হতে পারে?

(ক) বক্তৃতা পদ্ধতি
(খ) প্রদর্শন পদ্ধতি
(গ) আলোচনা পদ্ধতি
(ঘ) প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. উচ্চতর শিক্ষায় শিক্ষকের স্বাধীনতা বলতে কি বোঝায় - ব্যাখ্যা করুন।
২. শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের পুর্বে শিক্ষক কিভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন - বর্ণনা করুন।
৩. শিক্ষক কিভাবে শিক্ষার্থীদের সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলিতে সাহায্য করতে পারেন?
৪. নিষ্ক্রিয় জ্ঞান কি - ব্যাখ্যা করুন।

ই) রচনামূলক প্রশ্ন

১. উচ্চ শিক্ষা স্তরে শিক্ষকদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

সঠিক উত্তর :

অ) ১। গ ২। খ।

পাঠ ৬.৩ শিক্ষক নির্বাচন, নিযুক্তি, পদোন্নতি ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- ❑ উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ পদ্ধতির বিবরণ দিতে পারবেন এবং
- ❑ শিক্ষকদের পদোন্নতি ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির উপায় বর্ণনা করতে পারবেন।

উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সরকার নিয়ন্ত্রিত আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেমন- ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ইত্যাদি। তারপর আছে সরকার পরিচালিত সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ এবং বেসরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অধিভুক্ত। বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলো কেবল পাঠদান করে থাকে এবং স্নাতক (পাস) স্নাতক (অনার্স) ও বিভিন্ন বিষয়ে মাস্টার্স কোর্স প্রদান করে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় যথাযথভাবে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করে থাকে আনুষ্ঠানিক পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে এবং শিক্ষার্থীদের কৃতিত্ব সন্তোষজনক হলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ই ডিগ্রী প্রদান করে। এখন দেখা যাক এই প্রতিষ্ঠানগুলো কিভাবে তাদের শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশাসনিক কর্মকান্ড চালিয়ে থাকে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ পদ্ধতি

প্রথমে আলোচনা করা যাক সরকার পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিয়োগ পদ্ধতি নিয়ে। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো একাডেমিক ও প্রশাসনিক উভয় ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণরূপে স্বায়ত্বশাসিত। সরকার কেবলমাত্র উপাচার্য ও উপ-উপাচার্য নিয়োগ দান করে থাকে এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের মাধ্যমে তহবিল বরাদ্দ করে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগপত্র বিশ্ববিদ্যালয়ই দিয়ে থাকে। শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে সাধারণত সরকার হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকে। শূন্য পদের বিস্তারিত বিবরণ সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকেই আসে। সেগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষার পর বিভিন্ন সংবাদ পত্রের মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। আবেদনপত্র জমা হলে সংশ্লিষ্ট বিভাগ তা 'স্ক্রুটিনি' করে সাক্ষাৎকারের জন্য আমন্ত্রণ জানান হয়। প্রত্যেক বিষয়ের জন্য নির্বাচন কমিটি থাকে। এই কমিটি আনুষ্ঠানিকভাবে সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে যোগ্যতা সম্পন্ন অনেক শিক্ষক পাওয়া যায় যাঁদের অধিকাংশই প্রথম শ্রেণীর ডিগ্রীধারী। তাছাড়া এম ফিল ও পিএইচ ডি ডিগ্রীধারী প্রার্থীরও অভাব হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দেশে-বিদেশে উচ্চ ডিগ্রী গ্রহণের সুযোগসহ পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির নানা রকম সুযোগ সুবিধা রয়েছে। প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও গবেষণা কর্মের মূল্যায়নের ভিত্তিতে উচ্চ পদে নিয়োগ পেয়ে থাকেন। তাছাড়া তাঁদের আবাসিক সুযোগ আছে এবং ব্যক্তিগত পড়াশোনার জন্য লাইব্রেরী ও স্টাডি রুমও আছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। কাজেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগে কোন জটিলতা নেই এবং যোগ্য প্রার্থীরও অভাব হয় না।

সরকারি কলেজে শিক্ষক নিয়োগ পদ্ধতি

উচ্চ শিক্ষায় দ্বিতীয় প্রকারের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলো সরকার পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলো। এইগুলো সম্পূর্ণরূপে সরকার নিয়ন্ত্রিত এবং এখানে স্বায়ত্বশাসন বলে কিছু নেই। এইসব কলেজের শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে সরকারের সরাসরি কোন হাত নেই। বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে সরকার শিক্ষক নিয়োগ করে থাকেন। সরকারি কর্মকমিশন প্রার্থীর আধিক্যজনিত কারণে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই লিখিত পরীক্ষা নিয়ে থাকে। লিখিত পরীক্ষায় কৃতকার্য হবার পর সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে তাঁদেরকে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়। তাই সরকারি কলেজসমূহে শিক্ষক নিয়োগ যেমনই জটিল, তেমনি দীর্ঘসূত্রিতা থেকে মুক্ত নয়। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে কোন পদ শূন্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূরণ করা সম্ভব হয় কিন্তু সরকারি কলেজসমূহে তার বিপরীতটি ঘটে। এখানে শত শত পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য থাকলেও এই দীর্ঘসূত্রিতার জন্য সঙ্গে সঙ্গে তা পূরণ করা সম্ভব হয় না। ফলে কলেজগুলোতে শিক্ষকের অভাবে তাদের শিক্ষা কার্যক্রম দারুণভাবে ব্যাহত হয়। তাছাড়া এদের সুযোগ-সুবিধাও কম। তাঁদের জন্য আবাসিক কোন ব্যবস্থা নেই, গ্রন্থাগারে পাঠ্যপুস্তকের অভাব, অধ্যয়নের ব্যক্তিগত কোন কক্ষ নেই ইত্যাদি কারণে শিক্ষকবৃন্দ তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করতে পারছেন না। যথাসময়ে তাঁদের পদোন্নতি হয় না, দেশে-বিদেশে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ অত্যন্ত সীমিত, তাঁদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিরও তেমন কোন ব্যবস্থা নেই। হঠাৎ করে বদলির আতঙ্ক ইত্যাদি কারণেও তাঁরা তাঁদের কাজে যথাযথভাবে মনোনিবেশ করতে পারেন না। এ ধরনের নানা অসুবিধার কারণে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোর জন্য উচ্চতর ডিগ্রীধারী তেমন কোন শিক্ষক পাওয়া যায় না। দুই চারজন পাওয়া গেলেও সুযোগমত তাঁরা অন্যত্র চলে যান।

উচ্চ শিক্ষায় তৃতীয় প্রকারের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ হলো বেসরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ। এদের সবগুলোই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত। এইসব কলেজের একাডেমিক ব্যাপারে কোন স্বাধীনতা না থাকলেও প্রশাসনিক স্বাধীনতা কিছুটা আছে। বেসরকারি ভাবে পরিচালিত এইসব কলেজ গভর্ণিং বডি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রত্যেকটি কলেজে গভর্ণিং বডি আছে যার চেয়ারম্যান থাকেন সরকার মনোনীত কোন শিক্ষাবিদ বা জাতীয় সংসদের কোন সদস্য। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদেরও এই চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ দেওয়া হয়।

বেসরকারি কলেজে শিক্ষক নিয়োগ বিধি

বেসরকারি কলেজে শিক্ষক নিয়োগ কমিটিতে সংশি- ষ্ট কলেজের অধ্যক্ষ সদস্য সচিব হিসেবে কাজ করেন। শিক্ষক নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রতিটি কলেজের ভিন্ন ভিন্ন নির্বাচন কমিটি থাকে। গভর্ণিং বডির যিনি চেয়ারম্যান তিনিই সচরাচর পদাধিকার বলে এই নির্বাচন কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করেন। সদস্যদের মধ্যে থাকেন সংশ্লিষ্ট কলেজের অধ্যক্ষ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রতিনিধি, সরকারি কলেজের একজন অধ্যক্ষ, যিনি মাঝে মধ্যে শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি হিসেবেও কাজ করে থাকেন। শূন্য পদসমূহের বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রচার করা হয়। বেকার সমস্যা প্রকট হওয়ার ফলে একটি পদের জন্য বেশ কিছু আবেদনপত্র জমা পড়ে। সাধারণত কলেজের আশে পাশের প্রার্থীরাই বেশি ভিড় করে থাকেন। এই শিক্ষক বাছাইয়ের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিটির তথা গভর্ণিং বডির চেয়ারম্যানই বেশি প্রাধান্য বিস্তার করেন। ফলে কমিটির চেয়ারম্যানের পছন্দের প্রার্থীরাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সুযোগ পান। কাজেই এক্ষেত্রে সবসময় সর্বোত্তম প্রার্থীই যে নির্বাচিত হবেন তা একেবারে নিশ্চিত করে বলা যায় না। তাছাড়া নির্বাচন কমিটির সদস্যদের আত্মীয়স্বজন প্রার্থী থাকলে নির্বাচন কমিটি কিছুটা প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।

শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে অনিয়ম

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, বেসরকারি কলেজের শিক্ষক নির্বাচন প্রক্রিয়া নানা প্রশ্নের সম্মুখীন। এটি একেবারে নিরপেক্ষ নাও হতে পারে। ফলে অনেক সময় যোগ্য ও অভিজ্ঞ প্রার্থী থাকা সত্ত্বেও তাঁর চেয়ে বরং কম শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক সুযোগ পেয়ে যান। ফলে এই শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা সবসময় বজায় থাকে না। ইদানিং বেসরকারি কলেজসমূহে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে 'ডোনেশন' প্রথা চালু হওয়ায় শিক্ষক নিয়োগে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা সম্ভব হয় না। বেসরকারি কলেজের শিক্ষকদের সুযোগ সুবিধা অত্যন্ত কম। সরকার থেকে তাঁরা মূল বেতনের নব্বই শতাংশ পেলেও তাঁদের সময় মত পদোন্নতির ব্যবস্থা নেই। বছরের পর বছর তাঁদের একই পদে চাকরি করতে হয়, তাঁদের উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা নেই বললেই চলে, তাঁরা যথাযথ সামাজিক মর্যাদাও পান না, ফলে দ্বিধা দ্বন্দ্ব ও অসন্তোষের মধ্যে দিয়েই তাঁদের শিক্ষকতা জীবন অতিবাহিত করতে হয়। যার ফলে তাঁদের কর্মস্পৃহা কমে যায় এবং তাঁদের পাঠদান থেকে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। উপরন্তু বেসরকারি অধিকাংশ কলেজেই আর্থিক সঙ্কটের কারণে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের পদ শূন্য থাকলেও অনেক সময় তা পূরণ করা সম্ভব হয় না। এই ভাবে বেসরকারি পরিচালিত স্নাতক(অনার্স) ও মাস্টার্স কোর্স প্রদানকারী কলেজগুলো নানা দিক থেকে বঞ্চিত। নিচে বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, বেসরকারি পরিচালিত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষক নিয়োগ পদ্ধতি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও তাঁদের সুযোগ সুবিধা, পদোন্নতি ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হলো :

বিষয়	বিশ্ববিদ্যালয় (সরকার নিয়ন্ত্রিত)	সরকারি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ	বেসরকারি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ
১। প্রশাসনিক ব্যবস্থা	একাডেমিক ও প্রশাসনিক ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত	সরকার কর্তৃক পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত	বেসরকারি ভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং গভর্ণিং বডি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত
২। শিক্ষক নিয়োগ পদ্ধতি	সম্পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত এবং সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে নিয়োগ দান। কোন জটিলতা নেই। শূন্যপদ তেমন একটা থাকে না।	সরকারি কর্মকমিশন কর্তৃক লিখিত পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সুপারিশকৃত। জটিল ও দীর্ঘসূত্রিতা থেকে মুক্ত নয়। এই কারণে শত শত পদ শূন্য থাকে।	সংশ্লিষ্ট কলেজের গভর্ণিং বডি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত এবং নির্বাচন কমিটির মাধ্যমে মনোনীত। নির্বাচন প্রভাব মুক্ত নয়। আর্থিক সঙ্কটের কারণে অনেক পদ শূন্য থাকে।
৩। শিক্ষকদের পেশাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা	শিক্ষাগত যোগ্যতা সন্তোষজনক। প্রথম শ্রেণীর ডিগ্রীধারী, অনেক ক্ষেত্রে এম ফিল ও পিএইচ ডি ডিগ্রীধারী। অনেকে গবেষণা পরিচালনার কাজে অভিজ্ঞ।	শিক্ষাগত যোগ্যতা মোটামুটি সন্তোষজনক। দ্বিতীয় শ্রেণীর ডিগ্রী হলেও চলে, যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে এথম শ্রেণী প্রাপ্ত প্রার্থী পাওয়া যায়। এম ফিল, পিএইচ ডি প্রার্থী নেই বললেই চলে। গবেষণা কাজে সামান্য কিছু অভিজ্ঞতা থাকতে পারে।	শিক্ষাগত যোগ্যতা তেমন সন্তোষজনক নয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রীধারী হলেই চলে। ঢাকা নগরীর কোন কোন কলেজে প্রথম শ্রেণী প্রাপ্ত শিক্ষকও রয়েছেন। তবে গবেষণা কাজে তাঁদের তেমন অভিজ্ঞতা নেই।

বিষয়	বিশ্ববিদ্যালয় (সরকার নিয়ন্ত্রিত)	সরকারি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ	বেসরকারি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ
৪। পদোন্নতির সুবিধা	পদোন্নতি মোটামুটি যথাসময়ে, কোন জটিলতা নেই।	পদোন্নতি হয়, তবে দীর্ঘসূত্রিতা আছে। গোপনীয় রিপোর্ট ঠিক মত না আসলে পদোন্নতি স্থগিত থাকে।	পদোন্নতি নেই বললেই চলে, জীবন ভর একই পদে থাকতে হয়।
৫। পেশাগত যোগ্যতা উন্নয়নের সুবিধা	দেশে-বিদেশে উঁচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ আছে, প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও সেমিনার, কনফারেন্স ইত্যাদিতে যোগদানের সুবিধা।	দেশে-বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুবিধা অত্যন্ত সীমিত, প্রশিক্ষণ বা সেমিনারে যোগদানের সুযোগ তেমন নেই বললেই চলে।	দেশে-বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ একেবারে নেই বললেই চলে। তাছাড়া পেশাগত যোগ্যতা উন্নয়নে কোন প্রশিক্ষণেরই তেমন কোন ব্যবস্থা নেই।
৬। পাঠদান পদ্ধতি	বক্তৃতা, প্রদর্শন পদ্ধতি, টিউটোরিয়াল আলোচনা, এ্যাসাইনমেন্ট ইত্যাদি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, গবেষণা পরিচালনা করা হয়।	বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বক্তৃতা পদ্ধতিতে পাঠদান করা হয়। বিজ্ঞান পাঠদানে প্রদর্শন পদ্ধতিও অনুসরণ করা হয়। টিউটোরিয়ালের তেমন ব্যবস্থা নেই।	দায়সারা ভাবে বক্তৃতা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। শ্রেণীকক্ষে অনেক শিক্ষার্থী থাকায় পাঠদান মোটেই কার্যকরী হয় না। মাঝে মধ্যে প্রদর্শন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।
৭। গ্রন্থাগার ব্যক্তিগত অধ্যয়নের সুবিধা	গ্রন্থাগারে যথেষ্ট বইপত্র আছে। ব্যক্তিগত অধ্যয়নের ব্যবস্থাও আছে। ইচ্ছা করলে শিক্ষক তাঁদের নিজ কক্ষে নিরিবিলি পড়াশোনা করতে পারেন।	গ্রন্থাগার থাকলেও বইপত্রের তেমন কোন সুবিধা নাই। অধ্যয়নের জন্য ব্যক্তিগত কোন কক্ষ নেই। শিক্ষার পরিবেশও তেমন নেই।	গ্রন্থাগার চোখে পড়ার মতো নয়। শিক্ষার্থীরা কোন ব্যক্তিগত সহায়তা পান না। শিক্ষকবৃন্দ অন্যত্র ব্যস্ত থাকেন। তাঁদের পড়াশোনার অভ্যাস আছে বলে মনে হয় না।
৮। অবসর জনিত আর্থিক ও অন্যান্য সুবিধা ও চাকরির বয়স	অবসর জনিত পূর্ণ আর্থিক সুবিধা পান। পেনশন, গ্রাচুইটি সব কিছুই পেয়ে থাকেন। ৬০ বছর + ৫ বছর=৬৫ বছর।	অবসরজনিত পূর্ণ আর্থিক সুবিধা পেয়ে থাকেন। পেনশন গ্রাচুইটি সবই পান। তবে চাকরির বয়স সীমা ৫৭ বছর মাত্র।	অবসরজনিত কোন আর্থিক সুযোগ-সুবিধা নেই। পেনশন গ্রাচুইটি নেই বললেই চলে। তবে শিক্ষক ও কর্মচারীদের জন্য ইদানিং একটি কল্যাণ তহবিলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৬৫ বছর তবে ৬০ বছরের পর সরকারি কোন অনুদান পান না।
৯। অর্থ সংস্থান	সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতনের এবং অন্যান্য সমস্ত খরচের প্রায় ৮৫ শতাংশ খরচ সরকার বহন করে। কোন নতুন ছাত্রাবাস বা শ্রেণীকক্ষ তৈরির সব খরচই সরকার বহন করে। সরকার কর্তৃক প্রদত্ত টাকা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের মাধ্যমে দেওয়া হয়।	শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং অন্যান্য সকল খরচ সরকার বহন করে। নতুন কোন ভবন বা সম্প্রসারণের কাজ সবকিছুই সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত।	শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মূল বেতনের ৯০ শতাংশ সরকার বহন করে। তা ছাড়া কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নতুন ভবন বা সম্প্রসারণের কাজও সরকার থেকে থোক বরাদ্দ দিয়ে বহন করে থাকে।

বিষয়	বিশ্ববিদ্যালয় (সরকার নিয়ন্ত্রিত)	সরকারি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ	বেসরকারি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ
১০। অবকাঠামো ও শিক্ষক শিক্ষার্থীর অনুপাত	অবকাঠামো ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত সন্তোষজনক	অবকাঠামো মোটামুটি সন্তোষজনক হলেও শিক্ষক শিক্ষার্থী অনুপাত সন্তোষজনক নয়।	অবকাঠামো কিছুটা থাকলেও শিক্ষক শিক্ষার্থী অনুপাত অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। শিক্ষার্থীর তুলনায় শিক্ষকের সংখ্যা অনেক কম।

উপরোক্ত তুলনামূলক আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলি যদিও একই ধরনের কোর্স প্রদান করে যথা স্নাতক (পাস) এবং বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোতে স্নাতক (অনার্স) এবং মাস্টার্স, তবুও উক্ত তিন ধরনের প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষক নিয়োগ, পদোন্নতি, শিক্ষাগত যোগ্যতা, তাঁদের আর্থিক ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা, পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা পাঠদানের গুণগত মান ইত্যাদির ক্ষেত্রে এক চরম বৈষম্য বিরাজ করছে। সম্ভবত, এই কারণেই বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষা, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ও অন্যান্য পরীক্ষায় উল্লিখিত তিন ধরনের প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের কৃতিত্বের (performance) মধ্যে বৈষম্য প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬.৩

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১। উচ্চ শিক্ষায় কোন প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে গভর্ণিং বডি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে?

(ক) সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ
(খ) বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ
(গ) সরকার নিয়ন্ত্রিত বিশ্ববিদ্যালয়
(ঘ) বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

২। সরকার নিয়ন্ত্রিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সার্বিক খরচের প্রায় কত শতাংশ সরকার বহন করে?

(ক) ৭৫ শতাংশ
(খ) ৮০ শতাংশ
(গ) ৮৫ শতাংশ
(ঘ) ৯০ শতাংশ

৩। উচ্চ স্তরের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষক নির্বাচনের ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিকভাবে কোন নির্বাচন কমিটি থাকে না।

(ক) সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ
(খ) বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ
(গ) সরকার নিয়ন্ত্রিত বিশ্ববিদ্যালয়

(ঘ) বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সরকারি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের শিক্ষক নিয়োগ কিভাবে হয়ে থাকে - বর্ণনা করুন।
২. বেসরকারি কলেজগুলোর শিক্ষক নিয়োগ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করুন।
৩. সরকার নিয়ন্ত্রিত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের নিয়োগবিধি ও সুযোগ-সুবিধার বিবরণ দিন।

ই) রচনামূলক প্রশ্ন

১. উচ্চ শিক্ষা স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষক নিয়োগ পদ্ধতি, শিক্ষাগত যোগ্যতা, আর্থিক ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা, পদোন্নতি ইত্যাদি বিষয়ের একটি তুলনামূলক আলোচনা করুন।

সঠিক উত্তর :

অ) ১। খ ২। গ ৩। ক।

পাঠ ৬.৪

শিক্ষকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সচেতনতা এবং তাঁদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ও উচ্চ শিক্ষা উন্নয়নের কিছু সুপারিশ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- ❑ কিভাবে শিক্ষকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সচেতন করা যায় তার বিবরণ দিতে পারবেন এবং
- ❑ শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি কিভাবে করা যায় তা উল্লেখ করতে পারবেন।

১. কলেজ পর্যায়ে শিক্ষকদের তৎপরতা ও শিক্ষাদানের শক্তি বৃদ্ধিকরণের জন্য গবেষণা করা ও গবেষণা পরিচালনা করা একান্ত প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অবশ্য গবেষণার গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা বেশি। কেননা, সেখানে গবেষণা ব্যতীত জ্ঞানের সত্যিকার প্রসার সম্ভব নয়।

২. পাঠদান কালে বক্তৃতা মাধ্যমের উপর জোর না দিয়ে টিউটোরিয়ালের উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন এবং আমাদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে নিয়মিত সাপ্তাহিক টিউটোরিয়াল ক্লাসের একটি সর্বজনীন ব্যবস্থা থাকতে হবে। টিউটোরিয়ালের সাহায্যেই শিক্ষার্থীগণ তাদের অনুসন্ধান স্পৃহা পূরণ করার উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা লাভ করে এবং এই অনুসন্ধান স্পৃহাই হল উচ্চ শিক্ষার সার ভাগ।

ব্যক্তিগত পরামর্শ ও নির্দেশনা

৩. শিক্ষার্থী পাঠ সংক্রান্ত অন্যান্য আচরণিক সমস্যা সমাধানকল্পে শিক্ষকদের ব্যক্তিগত পরামর্শ ও নির্দেশনা দেওয়া প্রয়োজন। ব্যক্তিগত নির্দেশনা বলতে সাধারণত বোঝায় প্রত্যেক শিক্ষক একদল শিক্ষার্থীর পরামর্শ দাতা হিসেবে কাজ করেন এবং কেবলমাত্র কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের শিক্ষার্থী হিসেবে বিবেচনা না করে তাদের ব্যক্তি হিসেবে বুঝতে হবে এবং সেই হিসাবে শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করতে হবে। শিক্ষক তাদের সঙ্গে মিশবেন এবং পরামর্শ দিবেন এবং তাদের আস্থা অর্জনকে নিজের উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করবেন। তিনি সহানুভূতি সহকারে তাদের সমস্যাসমূহ প্রণিধান করবেন কিন্তু নৈতিক এবং ব্যক্তিগত আদর্শ সমর্থনের ক্ষেত্রে তিনি হবেন অত্যন্ত দৃঢ়। বর্তমানে কলেজ অথবা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজের সদস্য হিসেবে শিক্ষার্থীদের বিশেষ স্বার্থ, প্রবৃত্তি ও অসুবিধাসমূহের প্রতি খুবই কম মনোযোগ দিয়ে থাকে। যেখানে ছাত্রাবাস রয়েছে সেখানে প্রভোস্ট, হাউজ টিউটরগণ কিংবা হোস্টেল সুপারগণ ঘরোয়া পরিবেশে পরামর্শদানের কাজ বহুলাংশে সম্পাদন করতে পারেন। কখনও কখনও বিভাগীয় প্রধানগণ প্রবীণ শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা সংক্রান্ত এবং ব্যক্তিগত পরিচালনার কাজ সম্পাদন করতে পারেন। সাধারণভাবে শ্রেণীকক্ষের বাইরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের মধ্যে কখনও নিয়মিত, ঘনিষ্ঠ ও পরিকল্পিত সংযোগ সাধিত হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে অবশ্যই এ ধরনের সংযোগ সাধিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৪. বিভিন্ন বিষয়ের ও ধরনের শিক্ষকদের জন্য অবশ্যই কার্যতালিকা সম্বলিত সুস্পষ্ট তফশীল থাকতে হবে। একজন শিক্ষক এক শিক্ষাবছরে বিভিন্ন কর্তব্যে কতখানি সময় ব্যয় করবেন, তফশীলে সে সম্পর্কে বিধান থাকতে হবে। এই কর্মসূচি যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে কিনা তা তদারক করার দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত হবে। এক

শিক্ষা বছরে ৩৬ সপ্তাহ কার্যকাল ধরে সমস্ত বছরের কর্মসূচি করা যেতে পারে। তাতে সপ্তাহে ৪০ ঘন্টা কার্যের ব্যবস্থা থাকতে হবে। আমাদের উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে যে সুযোগ সুবিধা ও জনশক্তি রয়েছে যুগের দাবি ও আমাদের সম্পদের স্বল্পতার পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলোর সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার অতীব গুরত্বপূর্ণ ও জরুরি হয়ে পড়েছে। দুইটি স্বল্পকালীন ছুটি ও একটি দীর্ঘ গ্রীষ্মকালীন অবকাশ প্রবর্তন করে শিক্ষা বছরের কার্যকালকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। একথা নি:সন্দেহে বলা যায় যে, কঠোর পরিশ্রম ছাড়া সাফল্য লাভের অন্য কোন বিকল্প পন্থা নেই এবং আমাদের দেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশে কঠোর পরিশ্রমের অধিকতর প্রয়োজন রয়েছে।

শিক্ষকদের জন্য কর্ম-পরিকল্পনা

৫. বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং কলেজের বিশেষ করে বেসরকারি শিক্ষকদের নিকট থেকে দেশ অনেক কিছুই আশা করে। যেমন- উচ্চমানের পেশাগত যোগ্যতা এবং কঠোর পরিশ্রম। শিক্ষকের কাছ থেকে কেবল আদায় করলেই চলবে না, তাঁকে এমন কিছু দিতে হবে যাতে তিনি ন্যায়সঙ্গতভাবে সন্তুষ্ট থাকেন। তাছাড়া তিনি যাতে সৃজনশীল শিক্ষক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন এবং সমাজে মর্যাদার আসন পান তাঁকে সেই সুযোগ সুবিধাদি দিতে হবে। যেমন- তাঁর আবাসিক ব্যবস্থা, চিকিৎসা ব্যবস্থা, পেনশন গ্র্যাচুইটি, যথাসময়ে পদোন্নতি ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষককে উচ্চতর অধ্যয়ন বিশেষ করে বেসরকারি কলেজের শিক্ষকদেরও গবেষণা কার্যের জন্য ছুটি মঞ্জুর করতে হবে। তবে এ ধরনের ছুটির পূর্ণতম সদ্ব্যবহার সম্পর্কে তাঁর কার্যকলাপ ও কৃতিত্বের প্রতিশ্রুতি বিদ্যমান থাকা বাঞ্ছনীয়।

বেসরকারি কলেজের শিক্ষকদের সুযোগ সুবিধা প্রদান

৬. বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষকদের প্রাথমিক (basic) ন্যূনতম যোগ্যতা থাকা উচিত। স্নাতক (পাস) পর্যায়ে শিক্ষাদান করতে হলে ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রী থাকতে হবে। তবে অনার্স ও স্নাতকোত্তর (মাস্টার্স ক্লাস) পর্যায়ে কোন প্রধান বিষয়ে শিক্ষাদান করতে হলে প্রথম শ্রেণীর মাস্টার্স, এম ফিল বা পিএইচ ডি ডিগ্রি অথবা উক্ত বিষয়ে স্বীকৃত গবেষণাগত যোগ্যতা থাকতে হবে। যে শিক্ষকের প্রাথমিক ন্যূনতম যোগ্যতা আছে এবং যে মুষ্টিমেয় সংখ্যক ন্যূনতম অপেক্ষা অধিকতর যোগ্যতার অধিকারী, তাঁরা যাতে অধ্যয়ন পর্যালোচনা ও গবেষণা কাজে আগ্রহী হয় সে ব্যাপারে সর্বপ্রকার সহযোগিতা ও উৎসাহ দিতে হবে।

(ক) বিশ্ববিদ্যালয় এবং অনার্স ও মাস্টার্স প্রদানকারী কলেজের শিক্ষকগণ যাতে তাঁদের স্ব স্ব বিষয়ে সর্বশেষ উন্নয়ন ও অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন, সে উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে গ্রীষ্মকালীন কোর্স প্রবর্তন করা প্রয়োজন।

(খ) পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষকগণকে ১০ থেকে ১২ সপ্তাহ ব্যাপি প্রশিক্ষণ কোর্স প্রবর্তনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগগুলোকে দায়িত্ব দেওয়া যায়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নিয়মিতভাবে এধরনের কোর্সের প্রবর্তন ও পরিচালনা করে আসছে বেশ কয়েক বছর ধরে যদিও তা পর্যাপ্ত নয়। এই প্রশিক্ষণের মেয়াদ তিনমাস হলেও তার প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা আরও বাড়িয়ে জোরদার করতে হবে। প্রখ্যাত ও দেশবরেণ্য শিক্ষকগণ প্রয়োজনে বিদেশ থেকেও সুধী ব্যক্তিগণকে আমন্ত্রণ জানিয়ে এ কোর্স পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া যায়। তবে কোর্স সমাপ্ত হবার পর পরই প্রশিক্ষণার্থীদের কৃতিত্ব মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা উচিত যাতে করে তাঁরা এই প্রশিক্ষণ আগ্রহ সহকারে এবং আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করেন। এই পরীক্ষার ফল শিক্ষকদের চাকরি সংক্রান্ত স্থায়ী রেকর্ডের অঙ্গীভূত হবে, যা তাঁদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে।

পদোন্নতির নীতিমালা

৭. কেবলমাত্র জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতেই পদায়ন বা পদোন্নতি দেওয়া সমীচীন হবে না। শ্রেণীকক্ষে তাঁর 'পারফরমেন্স' অর্থাৎ শিক্ষাদান কৌশল এবং গবেষণা কাজে তাঁর সফলতা পদোন্নতির ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বর্তমানে শিক্ষক সম্পর্কে যে বার্ষিক গোপনীয় রিপোর্ট লেখা হয় এবং সংরক্ষিত হয় তা ত্রুটিপূর্ণ এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। শিক্ষকের মূল্যায়ন অর্থাৎ তাঁর পাঠদান কৌশল, গবেষণা কাজ পরিচালনা শিক্ষার্থীদের সাহায্যের মনোভাব, তার আন্তরিকতা, দীর্ঘসময় ধরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবস্থান ইত্যাদি তাঁর বার্ষিক গোপনীয় রিপোর্টে সম্পূর্ণ প্রতিফলিত হয় না। কাজেই গোপনীয় রিপোর্ট যতই সতর্কতার সঙ্গে প্রণয়ন করা হোক না কেন, এইসব রিপোর্ট দ্বারা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ শিক্ষকদের উৎকর্ষসাধন সুনিশ্চিত হবে না। উৎকর্ষ লাভের প্রচেষ্টায় যাতে কোন শৈথিল্য দেখা না দেয়, সেজন্য উক্ত রিপোর্ট প্রণয়ন ছাড়াও বিশেষ যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষকদের পদোন্নতির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ রাখতে হবে। অতএব বিশ্ববিদ্যালয়, বিশেষ করে সরকারি ও বেসরকারি উভয় বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের শিক্ষকদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে এবং সেখানে অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপকদের পদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি করতে হবে। পাশ্চাত্য দেশসমূহে কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখা যায় নিম্নতর পদ অপেক্ষা উচ্চতর পদের সংখ্যাই বেশি, আবার এর বিপরীতটাও সত্য। এই সবই নির্ভর করে বিশ্ববিদ্যালয় কি ধরনের লোক নিয়োগ করতে পারে তার উপর।

শিক্ষক-শিক্ষার্থীর যথাযথ অনুপাত

৮. শিক্ষার উৎকর্ষ নিশ্চিত করতে হলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি সন্তোষজনক সংখ্যানুপাত রাখা প্রয়োজন। অতএব প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সম্পন্ন যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। প্রতিটি বিষয়ের পাঠ্যসূচি যথাযথভাবে সম্পূর্ণ করা যেমন প্রয়োজন, তেমনি যতটুকু ব্যক্তিগত মনোযোগ একান্ত অপরিহার্য, ততটুকু ব্যক্তিগত মনোযোগ প্রতিটি শিক্ষার্থীর প্রতি অবশ্যই দিতে হবে। এই উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজে যত সংখ্যক শিক্ষকের প্রয়োজন অবশ্যই তার ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষক শিক্ষার্থী অনুপাত ক্লাসের আয়তন, শিক্ষণীয় বিষয় এবং কিরূপ পর্যায়ের শিক্ষা, স্বভাবতই তার উপরে নির্ভর করবে। তবে এ কথা ঠিক যে, শিক্ষকের সংখ্যা যথেষ্ট হওয়া উচিত যাতে টিউটোরিয়াল গ্রুপ এবং ব্যবহারিক কাজ বেশি বড় না হয়। ফলে এই সব গ্রুপ খুব কম সময় পরপর শিক্ষকের সাথে মিলিত হতে পারবে এবং তাতে শিক্ষকগণকে বড় বড় গ্রুপ সামলাতে হবে না।

শিক্ষক নিয়োগ সমস্যা

৯. বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্বায়ত্বশাসিত হওয়ায় তাদের পক্ষে উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক অনুসন্ধান করতে এবং নিয়োগ দিতে তেমন কোন অসুবিধার সৃষ্টি হয় না। কিন্তু সরকারি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোতে শিক্ষক নিয়োগ এক দুরূহ ব্যাপার। বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের মাধ্যমে এই শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ আসতে হয় বলে সেখানে এক দীর্ঘসূত্রিতা ও জটিলতার সৃষ্টি হয়। বেসরকারি কলেজগুলোতে শিক্ষকের পদের স্বল্পতাহেতু সেখানেও উচ্চ শিক্ষার কার্যক্রম দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। সরকারি বেসরকারি উভয় ধরনের কলেজের জন্য বাংলাদেশ কর্ম কমিশনের মাধ্যমে কিছু প্রবীণ ও যোগ্য শিক্ষক সরাসরি নিয়োগের ব্যবস্থা করা উচিত। প্রথম শ্রেণী ডিগ্রিধারী বা এম ফিল ও পিএইচ ডি ডিগ্রির অধিকারী এবং গবেষণা কাজে অভিজ্ঞ কিছু তরুণ শিক্ষককেও যথাযথ পদে নিয়োগ দানের ব্যবস্থা করা যায়। তবে একই শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শিক্ষকদের সুযোগ সুবিধা ও বেতন স্কেল একই হওয়া উচিত, তিনি যেখানেই নিয়োগ পান না কেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬.৪

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১। উচ্চ শিক্ষা স্তরে পাঠদানকালে কোন পদ্ধতি বেশি কার্যকরী?

(ক) বক্তৃতা পদ্ধতি
(খ) আলোচনা পদ্ধতি
(গ) প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি
(ঘ) টিউটোরিয়াল পদ্ধতি

২। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন বিষয়টির উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে?

(ক) টিউটোরিয়াল
(খ) গবেষণা
(গ) শিক্ষকদের জবাবদিহিতা
(ঘ) ব্যক্তিগত নির্দেশনা

অ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে কিভাবে শিক্ষকদের দায়িত্ব সচেতন করা যায় - বর্ণনা করুন।

২. শিক্ষকদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির কয়েকটি সুপারিশ উল্লেখ করুন।

৩. কিসের ভিত্তিতে শিক্ষকদের পদোন্নতি দেওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন - ব্যাখ্যা করুন।

আ) রচনামূলক প্রশ্ন

১. কিভাবে উচ্চ শিক্ষার মানোন্নয়ন করা যায়, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

সঠিক উত্তর :

অ) ১। ঘ ২। খ